Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পাঠ্যপুস্তক রচনায় আহমদ শরীফ

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাঈদ-উর রহমান
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.3
Pages	21-30
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পাঠ্যপুস্তক রচনায় আহমদ শরীফ

সাঈদ-উর রহমান*

আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা কাব্য সম্পাদনা করেছেন, সমাজ-সাহিত্য-ইতিহাস-বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন, আর লিখেছেন তাদের জন্য সাহিত্যের পাঠ্যবই।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, স্কুল-পাঠ্য সাহিত্য-সংকলন তৈরি করা সহজ; খুব বেশি চিন্তাভাবনার প্রয়োজন নেই। প্রথিতযশা লেখকদের লেখা থেকে বাছাই করে মামুলি ধরনের অনুশীলনীসহ ছেপে দিলেই চলে। হয়ত দায়িত্বহীন সংকলক ও সম্পাদকেরা তাই করেন। কিন্তু যথার্থ অর্থে কিশোরদের উপযোগী সংকলন রচনা করা দুরূহ কর্ম। এই ধরনের গ্রন্থ রচনার কালে অনেক দিকে নজর রাখতে হয়—কিশোরদের মনে সাহিত্যবোধ সৃষ্টি করা, তাদের শব্দসম্ভার বৃদ্ধি করা, উন্নত রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটানো প্রভৃতি। সাহিত্য-সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মনে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলাও সচেতন লক্ষ্য। পাশাপাশি জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করা, কিশোর-মনে সুপ্ত মহৎ মূল্যবোধসমূহ বিকাশে সহায়তা করার দিকেও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাকে নজর দিতে হয়।

একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে আলোচনার সূত্রপাত করা যায়। শিশুকালে বা প্রথম কৈশোরে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই বেশি পেতাম না। পড়ার অদম্য তৃষ্ণা মেটাবার সুযোগ ছিল অনেক কম। (হায়, এখন পড়ার বই প্রচুর, সেই তৃষ্ণা আর নেই।) বাড়িতে বটতলার ছাপা পুথি ছিল, কিন্তু সেগুলি থাকত আমাদের নাগালের বাইরে। *আনোয়ারা, মনোয়ারা, সালেহা, বিষাদসিন্ধু* অবশ্য ছিল, যেগুলি শেষ করতে এক সপ্তাহের বেশি লাগত না। স্কুল-কলেজে যাঁরা পড়তেন তাঁরাও পাঠ্যবইয়ের বাইরে যেতেন না। তাঁদের পাঠ্য গদ্য-পদ্য সংকলন, দ্রুত পাঠ ও রচনা বইয়ে প্রাপ্ত জীবনী, টেস্ট পেপারের গল্পাংশ কতবার যে পড়েছি ইয়ত্তা নেই। ঘরে-ঘরে থাকত মোহাম্মদী পঞ্জিকা। পঞ্জিকায় পাওয়া যেত বিভিন্ন তারিখে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করা মহান ব্যক্তিদের নাম এবং ঐ তারিখে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের উল্লেখ। পাঠকদের ও মালিকদের মনে বিশ্বদৃষ্টি জাগাতে অতি সামান্য হলেও মোহাম্মদী পঞ্জিকা সাহায্য করে।

স্কুল ছুটির দিনগুলিতে আমি এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরতাম বইয়ের সন্ধানে। একদিন পাশের বাড়ির আবদুল হকের পড়ার ঘরে হাতে পড়ে ছেঁড়া অবস্থার একটি বই, নাম *সাহিত্য-বিকাশ*। নামের গুণে

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথমে পড়ি, 'কুকুরেপনা ও বাঘাতেজ' নামের শিশুতোষ রচনাটি। লেখক আহমদ শরীফ। বক্তব্য ও রচনাভঙ্গি ধাক্কা দেয় মনে। লেখকের প্রশ্ন ছিল শতগুণের অধিকারী কুকুরের সঙ্গে তুলনা করলে মানুষ কেন ক্ষুব্ধ হয়, আর গুণহীন নরখাদক বাঘের সঙ্গে তুলনা করলে জীবন-সার্থক মনে করে। লেখক নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন যে, তেজস্বিতা বা সাহসই এই পার্থক্যের কারণ। পদলেহন কুকুরের প্রধান স্বভাব, যা মানুষ নিজের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করে; অপরদিকে, বাঘের মত সাহসী মানুষ সর্বত্র পান প্রশংসা ও পুষ্পমাল্য।

লেখাটি পড়ে কিশোর মনে যে-প্রবল ধাক্কা খেয়েছিলাম, তার তীব্রতা এখনো মনে আছে। তখন মনে হয়নি, কিন্তু বয়স বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে প্রায় মনে হত এ ধরনের লেখাই থাকা দরকার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে।

'কুকুরেপনা ও বাঘাতেজ' শুধু লেখার জন্য লেখা নয়। তরুণ প্রজন্মকে সাহসী করার জন্য এবং তোষামোদকে ঘৃণা করার আশায় এটি রচিত ও পাঠ্যবইয়ে সংকলিত হয়েছিল। লেখকের আকাঙ্ক্ষা বৃথা যায়নি। ১৯৬০ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়ারাই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান শক্তি ছিল।

বাঙালি জাতির দুহাজার বছরের ইতিহাস আহমদ শরীফের ভালভাবে জানা ছিল। ইতিহাসচর্চা তাঁর নেশা ও পেশা দুইই ছিল। বাঙালি জাতির ইতিহাস সন্ধান করে তিনি জেনেছিলেন তাদের অনেক অর্জনের পাশাপাশি চরিত্রের অন্ধকার দিকও। যেমন,

> বাঙালী চিরদিন বিদেশী ও বিজাতি শাসিত। সাত শতকের শশাংক, নরেন্দ্রগুপ্ত এবং পনের শতকের যদু-জালালুদ্দীন ছাড়া বাঙলার কোন শাসকই বাঙালী ছিলেন না। এটা নিশ্চিতই লজ্জার এবং বাঙালী চরিত্রে নিহিত রয়েছে এর গূঢ় কারণ।
>
> যে ভোগেচ্ছু অথচ কর্মকুণ্ঠ, তার জীবিকার্জনের দুটো পথ ভিক্ষা ও চৌর্য। বাঙালীর এই কাঙালপণার পরিচয় রয়েছে তার স্ব-সৃষ্ট উপদেবতা-অপদেবতা কল্পনায় ও তুকতাক, যাদুটোনা, মন্ত্র-তন্ত্র-কবচ-মাদুলি প্রীতিতে। তাই সে যৌথ কর্মে অসমর্থ। তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার সংকল্প উচ্ছ্বাসে, তার প্রয়াস স্বার্থে অবসিত। কালো পিঁপড়ের মতো সে নিঃসঙ্গ সুযোগসন্ধানী। এসব নিশ্চিতই বাঙালীর স্থায়ী কলঙ্কের কথা। (বাঙলা ও বাঙালী; *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৩)

দুই

আহমদ শরীফ কর্তৃক সংকলিত/সম্পাদিত নিচের পাঁচটি বই আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত কোন বই আছে কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। বইগুলি হল :

১। *সাহিত্যবিকাশ*, ২য় ভাগ, ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য রচিত। বইটি তিনভাগে বিন্যস্ত—গদ্যাংশে আছে ১৭জন লেখকের ১৯টি রচনা, পদ্যাংশে ২২জন কবির ২৫টি কবিতা। তৃতীয় অংশটি

পরিশিষ্ট—পরিশিষ্টের প্রথমে রয়েছে লেখকদের পরিচিতি, শেষাংশে অনুশীলনী। বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৯।

২। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষণাসহায়ক সুসাহিত্যিক আহমদ শরীফ এম,এ', প্রণীত, এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যবই হিসেবে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত *সাহিত্য-রতন* : প্রথম ভাগ (ঢাকা : লিবার্টি, ২য় মুদ্রণ ১৯৫৭), বইয়ের দাম দেড় টাকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭১ (=গদ্য ৮০ + পদ্য ৩৬ + পরিশিষ্ট ৫৫)

৩। *সাহিত্য-রতন* : দ্বিতীয় ভাগ : 'পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক যাবতীয় স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত। প্রকাশক, মুদ্রণ সংখ্যা, সাল আগেরটির মত। পৃষ্ঠা ১৭৬ (= গদ্য ৮০ + পদ্য ৩৬ + পরিশিষ্ট ৬০)– মূল্য দুই টাকা মাত্র।

৪। *সাহিত্য-রতন,* তৃতীয় ভাগ, (ঢাকা : লিবার্টি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৫৭)। পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক যাবতীয় স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত : পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭১ (= গদ্য ৮০+ পদ্য ৩৩ + পরিশিষ্ট ৫৮); দাম রাখা হয়েছিল এক টাকা আশি পয়সা।

৫। দশম শ্রেণীর জন্য বিকল্প দ্রুত-পঠন ছিল *মহৎজীবন।* আহমদ শরীফ কর্তৃক সংকলিত বইয়ের সম্পাদক হিসেবে নাম রয়েছে 'পাকিস্তান সরকারের ফিল্মস এন্ড পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্টের এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টার আবদুল কাদির।' এটি প্রকাশ করেছে 'ইষ্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্ষ্ট বুক বোর্ড।' ১৫০ পৃষ্ঠার পুস্তকটির মূল্য ছিল এক টাকা ষাট পয়সা, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ সালের জুন মাসে। সে বছরের ৮ জুন পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। বইটি সামরিক শাসনামলে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না তবে তার প্রয়োজন নেই, সামরিক আইন থাকুক আর না-থাকুক তার অপচ্ছায়া তখনো বহাল ছিল।

তিন

সাহিত্য-বিকাশ-এ আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি রচনা ('দুই ভাই', ও 'ভয় ছাড়ো'); আহমদ শরীফেরও ছিল দুটি ('কুকুরেপনা ও বাঘাতেজ' এবং 'মহাকবি মধুসূদন দত্ত')। বাকি লেখাগুলি ছিল লুৎফর রহমানের 'চরিত্র-শক্তি', মুহম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'বেশী নেবার কে', এম নাসির আলীর 'বাঁশের কেল্লা', এস ওয়াজেদ আলীর 'ইতিহাসের পথ প্রদর্শক', যদুনাথ সরকারের 'পাক-ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম প্রভাব', কাজী নজরুল ইসলামের 'যুগের সাধনা', সৈয়দ মোকছেদ আলীর 'কপোতাক্ষ', গোলাম মোস্তফার 'বিদায় হজ্জ', জগদানন্দ রায়ের 'জীবজন্তুর আত্মরক্ষা', মিজানুর রহমানের 'জিন্নাহ-জীবনের ছিটে ফোঁটা', আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'আরাকানে বাংলা সাহিত্য', আমিনুর রহমান মামুনের 'বিজ্ঞানের বিভীষিকা', যাযাবরের 'মুগলযুগের মহিলা কবি', মুহম্মদ হবিবুল্লাহর 'জেনেভার চিঠি' ও আবুল ফজলের 'ঈমান'।

রচনাসমূহ সুবিবেচনা বোধ থেকে সংকলিত হয়েছে তেমন বলা যায়। 'ইতিহাসের পথ প্রদর্শক', 'পাক ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম প্রভাব', 'দুই ভাই' এবং 'আরাকানে বাংলা সাহিত্য' *প্রবন্ধ* চতুষ্টয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুরূহ মনে হতে পারে; বাকিগুলি সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত। চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলি হচ্ছে 'চরিত্র-শক্তি', 'কুকুরেপনা ও বাঘাতেজ', 'যুগের সাধনা' এবং 'ভয় ছাড়ো'। অবশিষ্ট রচনাগুলি গল্প ও উপন্যাসজাতীয়।

পদ্যাংশে বাইশ জন কবির ২৫টি কবিতা আছে। বাইশ জন কবির দশজন মুসলমান (কবিতা সংখ্যা দশ), বারজন হিন্দু (কবিতা পনেরটি)। দুটি করে কবিতা আছে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। পাকিস্তান বিষয়ক কবিতা তিনটি—ইবরাহিম খলিলের '১৪ই আগষ্ট', বন্দে আলী মিয়ার 'পাকিস্তানের কিশোর', শাহাদাৎ হোসেনের 'পতাকা প্রশস্তি'। মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতাসমূহ হচ্ছে আবদুল কাদিরের 'মুয়াজ্জিন', কালিদাস রায়ের 'বাবরের মহত্ত্ব', বেগম সুফিয়া কামালের 'রমযান' ও গোলাম মোস্তফার 'অপরূপ প্রতিশোধ'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মাটি', জসীমউদ্‌দীনের 'ধানক্ষেত', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শ্রাবণে', কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'দীপালী' প্রভৃতি উল্লেখ করার মত কবিতা। দেশপ্রেম জাগ্রত হবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'জন্মভূমি', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'রাবণের বিলাপ' ও শেখ মুহাম্মদ ইদরিস আলীর 'স্বাধীনতা' পাঠ করে।

পরিশিষ্টের দুটি অংশে আছে লেখক পরিচিতি ও অনুশীলনী। অনুশীলনীতে রয়েছে রচনা সংক্ষেপ, প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা।

সাহিত্য-রতন-এর প্রথম ভাগে রয়েছে বিশজন লেখকের তেইশটি গল্প-প্রবন্ধ-নাটিকা এবং বাইশ জন কবির তেইশটি কবিতা। প্রথম ভাগের লেখক ও রচনা হল মুহম্মদ এনামুল হকের 'কওমী নিশান', মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'ভাই-সমাজ', ও 'লড়াই কেন', লুৎফর রহমানের 'ভাষাহীনের ব্যথা', আহমদ শরীফের 'রাজা ও প্রজার কর্তব্য', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' এবং 'ব্যায়াম, নুরুল মোমেনের 'রাত দুপুরে সূর্য', এস নাসির আলীর 'দেশপ্রাণ শেরখান', আহসান হাবীবের 'সৌন্দর্য', মুহম্মদ মুসলেহউদ্দীনের 'পাঠানদের কথা', মাহবুব-উল আলমের 'কান্নার অধিকার', জগদানন্দ রায়ের 'জীবজন্তুর আত্মরক্ষা', ইব্রাহীম খাঁর মহেন-জো-দাড়ো', নগেন্দ্রমোহন দাসগুপ্তের 'উদ্ভিদের নিদ্রা', আবুল ফজলের 'জবান রাখা' (নাটিকা), শেখ হবিবর রহমানের 'মানুষ ও পশু', যদুনাথ সরকারের 'বাদশাহ আওরঙ্গজেবের প্রজাপালন', মুজাফফর আলীর 'কাগজ', অনিলচন্দ্র ঘোষের 'আধুনিক যুদ্ধ', আমিনুর রহমান মামুনের 'অভিনব বিদ্যালয়', কেদারনাথ মিত্র রচিত 'তাপসী রাবেয়া' এবং আবদুর রব চৌধুরীর 'সমবায় সমিতি'।

বিশজন লেখকের মধ্যে কোন মহিলা নেই ; আছে একজন মহিলা নিয়ে একটা রচনা। কেদারনাথ মিত্র লিখেছেন তাপসী রাবেয়ার পুণ্যচরিত নিয়ে। হিন্দু লেখক আছেন আরো

চারজন—তাঁরা লিখেছেন 'আধুনিক যুদ্ধ', 'বাদশাহ আওরঙ্গজেবের প্রজাপালন', 'উদ্ভিদের নিদ্রা' ও 'জীবজন্তুর আত্মরক্ষা' সম্পর্কে। হিন্দুদের নিয়ে একটি লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—সম্পাদক আহমদ শরীফের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। আমরা সবাই জানি এবং লেখকও ব্যতিক্রমী নন যে, ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় হিন্দু হিসাবে নয়—তিনি বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, তেজস্বিতা ও লোভহীনতার মূর্ত প্রতীক। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা সংকলিত হয়নি। সংকলিত হয়েছে মদীনার মুসলমানদের 'ভাই-সমাজ', বিলেত অবলম্বনে 'রাত দুপুরে সূর্য', পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক 'পাঠানদের কথা', 'দেশপ্রাণ শেরখান'. 'মহেন জো-দাড়ো', আরবের মুসলমানদের নিয়ে 'জবান রাখা'। 'ভাষাহীনের ব্যথা', 'জীবজন্তুর আত্মরক্ষা','মানুষ ও পশু'. প্রভৃতি রচনা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে অবশ্যই শুভ প্রভাব ফেলবে।

বোঝা যায়, সম্পাদক যত্ন নিয়েছেন রচনা বাছাইয়ে ও লেখক পরিচিতি প্রদানে। বিশেষ কোন্ বিবেচনায় রচনা বাছাই করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করা হয়নি; ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ে তা বলার হয়ত প্রয়োজন নেই। কিন্তু জানতে পারলে মন্দ হত না। সম্পাদকের বক্তব্য নেই বলে শুধু অনুমান করা যায়। তেইশটি রচনার মধ্যে নাটিকা আছে একটি—আবুল ফজলের 'জবান রাখা'। এর পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে—"যথার্থ মুসলমানদের ঈমানের জোর যে কতখানি, এবং প্রাণের বিনিময়েও যে মুসলমান প্রদত্ত কথার মর্যাদা রক্ষা করেন, তাহাই এই নাটিকায় ব্যক্ত হইয়াছে।" কাহাকেও ব্যথা দেওয়া অমানুষিকতা, সেই মূল্যবোধের ভিত্তিতে পশুর প্রতি সদয় ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রচিত হয়েছে লুৎফর রহমানের 'ভাষাহীনের ব্যথা'। সমাজ, জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতি শাসক ও নাগরিকদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে আহমদ শরীফের 'রাজা ও প্রজার কর্তব্য পালন' নামের প্রবন্ধে। 'একজন সেনানীর দেশের প্রতি অন্তিম কর্তব্যবোধের চমৎকার পরিচয়' বিধৃত হয়েছে 'দেশপ্রাণ শেরখান' লেখায়; 'অন্তর ও স্বভাবের সৌন্দর্য' অর্জনের বিষয়টি নিয়ে রচিত হয়েছে 'সৌন্দর্য' প্রবন্ধটি।

এভাবে প্রতিটি লেখা অনুসরণ করলে দেখা যায় কিশোর শিক্ষার্থীদের চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, মানবিকতাবোধ সম্পন্ন, সাহসী, সমাজ ও পরিবেশ সচেতন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার শিক্ষা দিচ্ছে বিভিন্ন রচনা।

পদ্যাংশে রয়েছে বাইশ জন কবির তেইশটি কবিতা। কবিরা হলেন আলাওল ('প্রভু-প্রশস্তি'), জসীমউদ্‌দীন ('ঝাড়াটা উঁচা রাখো ভাই', ও 'ফুটবল খেলোয়াড়'), কালিদাস রায় ('মাতৃভক্তি'), ইব্রাহীম খলীল ('চৌদ্দই আগষ্ট'), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ('সমবেদনা'), শাহাদাৎ হোসেন ('সাঁঝে'), আবুল হাশেম ('বিধাতার অভিযোগ'), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('আষাঢ়'), বন্দে আলী মিয়া ('রূপকাহিনীর দেশে'), রজনীকান্ত সেন ('হিংসার ফল'), হুমায়ুন কবীর ('মসদ্দস-ই হালি'), গুরুসদয় দত্ত ('সাধ'), শেখ হবিবর রহমান ('নবীর শিক্ষা'), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ('পাড়ি'), কাজী নজরুল

ইসলাম ('ভুখারী'), রমণীমোহন ঘোষ ('রাজার রাজা'), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ('চাষীর বেগার'), গোলাম মোস্তফা ('জীবন বিনিময়'), কাশীরাম দাস ('ক্রোধ'), আহসান হাবীব ('হযরত ওমর'), কাজী আকরাম হোসেন ('বিদেশী করুণা'), ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ('বিলাত')। নির্বাচিত কবিদের মধ্যে আলাওল সতের শতকের, কাশীরাম দাশও সেযুগের। বাকি সবাই আধুনিক কালের তথা উনিশ–বিশ শতকের। এ বিশজন কবির মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়জন—কালিদাস রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, গুরুসদয় দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রমণীমোহন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মুসলমানদের কবিতাসমূহ প্রধানত মুসলিমদের প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী ও পাকিস্তান নিয়ে রচিত। উৎকৃষ্ট মানের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করার জন্য সংকলন করা হয়েছে তেমন বলা যাবে না; তবে সব কবিতাই কিশোর মনে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে নির্বাচিত হয়েছে তেমন বলা যাবে।

পরিশিষ্টে রয়েছে লেখক জীবনী, দুরূহ শব্দের অর্থ, অনুশীলনের প্রশ্ন, এবং লেখার পরিচিতি বা সারসংক্ষেপ। শব্দগুলি আরবি, ফারসি বা হিন্দি-ভাষা থেকে এসেছে কিনা সেটাও নির্দেশিত হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশটি যত্নসহকারে রচিত, সামগ্রিক বিচারে তেমন বলা যায়।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে *সাহিত্য-রতন* প্রথম ভাগ যখন পড়ানো হচ্ছে, একই সময়ে পাশের কামরায় উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ানো হচ্ছে *সাহিত্য-রতন* দ্বিতীয় ভাগ; আরো ওপরের ক্লাশে তথা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ানো হচ্ছে *সাহিত্য-রতন* তৃতীয় ভাগ। সেগুলি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যবই। দ্বিতীয় ভাগের বইটিতে গদ্য ছিল বিশটি, লেখক ছিলেন সতের জন। একই লেখকের একাধিক রচনা সম্পাদক সাহেব সংকলন করেছেন। সম্পাদকের নিজের লেখা আছে দুটি—'কুকুরেপনা ও বাঘাতেজ'; এবং 'ইনসাফ' নামক নাটিকা। প্রথম লেখাটি ষষ্ঠ শ্রেণীর *সাহিত্য-বিকাশে*ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আব্দুল কাদিরের সংকলিত প্রবন্ধ দুটির নাম হচ্ছে 'বীরনারী', এবং 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান'। আমিনুর রহমান মামুনের আছে দুটি রচনা—'বিজ্ঞানের বিভীষিকা' এবং 'পিঁপড়ের আত্মরক্ষা'। সংকলনে রচনা-বৈচিত্র্য লক্ষ করার মত—প্রবন্ধ, ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনী, বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা, নাটিকা, আত্মকথা ('সংবাদপত্রের জন্মকথা') স্থান পেয়ে বৈচিত্র্য এনেছে—'মমী', 'বাংলার বিপ্লবী তীতুমীর' এবং 'কুকরেপনা ও বাঘাতেজ' প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেটা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন লেখিকার লেখা এতে নেই। এমনকি চোখে পড়ে না মহিলা বিষয়ক লেখা। বইতে হিন্দু লেখক পাঁচজন, মুসলমান লেখক বারজন। দশটির মত লেখা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পাকিস্তানী আদর্শে ও ইসলামী ঐতিহ্য অবলম্বনে রচিত।

পদ্যাংশে রয়েছে উনিশ জন কবির বাইশটি কবিতা। দুটি করে কবিতা আছে শেখ ফজলল করিম ('ঋণশোধ' ও 'মহৎ'),কালিদাস রায় ('ইব্রাহীম ও কাফের', ও 'অপূর্ব প্রতিহিংসা') এবং কাজী নজরুল ইসলামের ('বাদল দিনে' ও 'ছাত্রসঙ্গীত')। প্রথমবারের মত মহিলা কবির কবিতা সংকলিত

হয়েছে—সেটা বেগম সুফিয়া কামালের 'রোজার চাঁদ'; নারীদের গিয়ে রচিত কবিতাও আছে, যেমন কাজী আকরম হোসেনের 'জাহান আরার সমাধি।' মুসলিম ঐতিহ্যবিষয়ক বাকি কবিতাগুলি হল 'পতাকা প্রশস্তি', 'পাকভূমি', 'বিচার', 'মুহম্মদ মহসীন', 'মুয়াজ্জিন' ও 'অপূর্ব প্রতিহিংসা'। নবীনচন্দ্র সেনের 'সিদ্ধার্থের দয়া' বৌদ্ধধর্মগুরু বুদ্ধদেবের জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'অশোকবনে সীতা' মেঘনাদবধ কাব্যের অংশবিশেষ।

সামগ্রিক বিচারে, গদ্যাংশে যেমন, পদ্যাংশেও তেমনি সংকলিত কবিতাবলি সুকুমার কিশোর চেতনায় ন্যায়পরায়ণতা, করুণা, ঔদার্য, দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রীতি, গণমানুষের প্রতি ভালবাসা, শর্তহীন করুণা জাগ্রত করতে সহায়ক হবে। কবিতার শৈল্পিক মান উচ্চস্তরের। সরাসরি উপদেশমূলক কবিতাও আছে : শেখ ফজলল করিমের 'মহৎ' কবিতায় কবি আহবান জানাচ্ছেন–

পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।

কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তিনটি কথা'-র উপদেশ হচ্ছে–

মনে রেখো এই ছোট কটি কথা
আশা, প্রেম, বিশ্বাস
আঁধারে জ্যোতির দরশন পাবে
পাবে বল, যাবে ত্রাস।

বইয়ের তৃতীয় অংশটি পরিশিষ্ট—তাতে আছে সংক্ষিপ্ত লেখক জীবনী, দুরূহ শব্দের অর্থ ও টীকা, প্রবন্ধ ও কাব্য পরিচিতি এবং প্রশ্নাবলি। সম্ভবত সেকালে নোট বইয়ের সরবরাহ তেমন না থাকায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা, ভাষ্য ও অনুশীলনী দিয়ে সংকলনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়োজন ছিল।

অষ্টম শ্রেণীর জন্য পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বাংলা পাঠ্য ছিল *সাহিত্য-রতন* তৃতীয় ভাগ। আগের দুই শ্রেণীর *সাহিত্য-রতনের* মত এতেও তিনটি ভাগ আছে– গদ্যাংশ, পদ্যাংশ ও পরিশিষ্ট। গদ্যাংশে রয়েছে উনিশ জন লেখকের উনিশটি রচনা। তাতে পাওয়া যায় বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের ভ্রমণকাহিনী 'ইস্তাম্বুলে যাহা দেখিলাম', ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে রচিত কথাসাহিত্য ইজাবউদ্দিন আহমদের 'দেশগৌরব ঈশা খাঁ', মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন রচিত 'প্রথম মুযাহিদ 'সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী', যাযাবরের 'দিল্লি দূর অস্ত'; তথ্যপ্রধান রচনার মধ্যে পড়ে আহমদ শরীফের 'জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান' এবং খবীরউদ্দিন আহমদের 'বিশ্ব অলিম্পিক খেলার কথা'। কাজী মোতাহার হোসেনের 'আনন্দ', মোহাম্মদ আকরম খানের 'ঈমানের জোর', এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নামায', মুহম্মদ এনামুল হকের 'বিজ্ঞান-সাধনা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রুদ্ধগৃহ', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'মিতব্যয়' এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের 'মাৎসর্য'। মুসলমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি

গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে যদুনাথ সরকারের 'ভারতে মুসলমানদের দান'। চিত্তরঞ্জন দাশের 'দেশের কথা' এবং গোলাম মোস্তফার 'পদ্মানদী' পূর্ব বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত।

গদ্য অংশে লেখিকাসহ মুসলমান লেখক দশ জন, বাকি নয়জন হিন্দু লেখক।

পদ্য অংশেও কবির সংখ্যা উনিশ : কামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সুবোধরঞ্জন রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আবদুল কাদির, জসীমউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর, কায়কোবাদ, বেনজীর আহমদ, শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী, কাজী আকরাম হোসেন ও শাহাদাৎ হোসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা রয়েছে দুটি—('প্রার্থনা' ও 'মধ্যাহ্নের ছবি'); কবি আবুল কাদিরেরও দুটি—('অভ্যুত্থান' ও 'আযাদী দিবস')।

সংকলিত প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন ভাবের ও মাত্রার। 'ঈমানের জোর', 'মিতব্যয়' ও 'মাৎসর্য' শিরোনামের প্রবন্ধগুলি ব্যক্তিচরিত্রের তিনটি গুরুতপূর্ণ দিক অবলম্বনে রচিত—অবশ্যই কিশোর চরিত্রের উন্নতির আশায়। 'বিজ্ঞান সাধনা' ও 'বইকেনা', বিশেষ লক্ষ্যে গৃহীত- অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও যুক্তির প্রাধান্য, বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে জড়িত, বই কেনার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজন দেহের ও মনের এবং সমাজের সামগ্রিক বিকাশের জন্য। আন্তর্জাতিক জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ও বিশ্বদৃষ্টি অর্জনে সহায়ক হবে জাতিপুঞ্জ ও বিশ্ব অলিম্পিক বিষয়ক রচনাদুটি। মুসলিম ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে 'ভারতে মুসলমানের দান', 'প্রথম মুযাহিদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী' 'দেশগৌরব ঈশা খাঁ', 'ইস্তাম্বুলে যাহা দেখিলাম' প্রবন্ধ চতুষ্টয়ের দ্বারা; 'পদ্মানদী' ও 'দেশের কথা' রচনাদুটি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবে মাতৃভূমির দিকে গভীর মমতায় তাকাতে। গোলাম মোস্তফার লক্ষ্য প্রকৃতিমুখী করা, আর চিত্তরঞ্জন দাশ চেয়েছেন সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বোধ জাগাতে। প্রভাতচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ নামক রচনায় বোবা পশু-পাখির প্রতি মানুষের নির্দয় আচরণ দেখে সহানুভূতিশীল রবীন্দ্রনাথের মর্মযাতনার একটি অসাধারণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

পদ্যাংশে রয়েছে উনিশ জন কবির বাইশটি কবিতা—দুটি করে কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও আবদুল কাদিরের। বাকি ষোল জনের নির্বাচিত হয়েছে ষোলটি কবিতা। কালিদাস রায় ও সুবোধরঞ্জন রায়ের কবিতা দুটির নাম 'জাফর ও বান্দা', ও 'কায়েদে আজম'। পাকিস্তান ও ইসলামি বিষয়ক পদ্যগুলি হল আবদুল কাদিরের 'আযাদী দিবস', কায়কোবাদের 'কারবালা', কাজী আকরম হোসেনের 'আজমীর শরীফ', শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলীর 'স্বাধীনতা' ও শাহাদাৎ হোসেনের 'আমরা জেগেছি আজ'।

সংকলিত কবিতাগুলির বাণী ও শৈলী দুইই উৎকৃষ্ট—প্রকৃতিপ্রীতি, দেশপ্রেম, মর্ত্যপ্রেম, ধর্মবোধ, জাতিচেতনা, ব্যক্তিচরিত্রের উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ প্রভৃতি পড়ুয়া চিত্তে জাগ্রত করার লক্ষ্য নিয়ে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বইয়ের তৃতীয় অংশটি আগের সংকলনদুটির মতই পরিশ্রমের ও ছাত্রপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। রচনার সারসংক্ষেপ, একই বক্তব্য নিয়ে অন্য কবির রচিত কবিতার সঙ্গে তুলনা, জটিল শব্দের অর্থ, টীকা প্রদান ও উৎস নির্দেশ, লেখক-পরিচিতি এবং অনুশীলনী প্রভৃতির সমাহারে অংশটি সমৃদ্ধ।

দশম শ্রেণীর বিকল্প দ্রুত-পঠন হিসেবে অনুমোদিত ছিল *মহৎ জীবন* (জুন ১৯৬২) নামের বই। পাঠগুলি বাছাই করেছিলেন আহমদ শরীফ আর সম্পাদক হিসাবে নাম রয়েছে 'পাকিস্তান সরকারের ফিল্‌ম এন্ড পাবলিকেশানস ডিপার্টমেন্টের এসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর' আবদুল কাদির। লেখক বাইশ জন, লেখা চব্বিশটি। দুটি করে লেখা রয়েছে আবদুল কাদির ('হযরত আলী' ও 'ইবনে বতুতা'), ও এস ওয়াজেদ আলীর ('জেহাদের দীক্ষা' ও 'আকবর')। চারজন হিন্দু লেখকের চারটি রচনা রয়েছে; সেগুলি হল গিরিশচন্দ্র সেনের 'তাপসী রাবেয়া', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সিরাজ', ডক্টর স্যার যদুনাথ সরকারের 'দিলওয়ার খান' এবং গিরিশ ঘোষের 'মীর কাসিম'। সংকলনভুক্ত সব রচনাই মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তিভিত্তিক।

রচনাগুলিতে বৈচিত্র্য আছে—বৈচিত্র্য আঙ্গিক ও বিষয়গত। গল্প, প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, নাট্যধর্মী রচনা সব ধরনের রচনার স্বাদ ও উদাহরণ পাওয়া যাবে এই পুস্তক থেকে। মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে কাহিনী চয়ন করার সময় সংকলকের হয়ত মনে ছিল মানবচরিত্রের গুণাবলি জাগ্রত করার জন্য সাহিত্যকে ব্যবহার করা। হযরত আলীর সাহস ও দৈহিক ক্ষমতা, ইবনে সিনার বুদ্ধিমত্তা এবং চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা, ইবনে বতুতার জীবনসাধনা ও বিভিন্ন মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের দুর্নিবার আগ্রহ, মীর কাশিমের অসাম্প্রদায়িক বোধ, তীতুমীরের স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতির জন্য অপার ভালবাসা, সম্রাট আকবরের দুঃসাহস ও আল্লাহতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ বিদ্যার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে নিশ্চিতভাবে।

ইসলামের ইতিহাস, তাপসী রাবেয়ার বিশ্বপ্রভু-নির্ভরতা, বীরাঙ্গনা খাওলার তেজস্বিতা ও নেতৃত্বের গুণ, তুর্কী জাতির ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে হালিমা এদিব হানুমের ঐতিহাসিক অবদান, তৈমুর লঙের বিজয় অভিযানের এক পর্যায়ে হামিদা বানু বেগমের দুঃসাহসিক ভূমিকা জেনে নবীন বিদ্যার্থীরা চারপাশের নির্যাতিত ও অবমূল্যায়িত নারীসমাজের দিকে নিশ্চয়ই নতুন চোখে তাকাবে।

একটি সমালোচনা অবশ্যই হবে *মহৎ জীবন* মূল্যায়ন করতে গেলে। বাংলাদেশের হিন্দুদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজে এমন একটি ঘটনা বা চরিত্র কী পাওয়া যায় না যা পাঠ্য করা যেত।

সহজেই বোধগম্য যে, জাতীয় নীতির বাধ্যকতার কারণে এটি ঘটেছে। সংকলনটির সম্পাদক সরকারি কর্মচারী : এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ সালের জুন মাসে; আর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে চেপে বসা সামরিক আইন ১৯৬২ সালের ৭ জুন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সামরিক শাসকেরা পাকিস্তানে যে সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী নীতি চালু করেছিল শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, তার প্রতিফলন ঘটেছে *মহৎ জীবন* বইয়ের পরিকল্পনায়, লেখায় ও লেখক বাছাইয়ে।